সারাংশ ৫১ থেকে ৯৫

৫১

নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের উন্নতি নিয়ে আমাদের চিত্ত সর্বদা ডুবে আছে। যাদের মধ্যে বাস করি, যারা সর্বদা আমাদের আশেপাশে ঘোরে, যারা আমার প্রতিবেশী, যারা জীবন সংগ্রামে অনেক আঘাত সয়েছে, তাদের প্রতি কি কোনো কর্তব্য নেই? এ জগৎ নিজের কথা নিয়ে ব্যস্ত, পরের কথা ভাববার মতো তোমার প্রাণ হওয়া চাই। পরের জন্য সর্বস্ব তুমি দান করো, এ আমি বলছিনে। আমি চাই তোমার প্রাণ নিজের মধ্যেই যেন ডুবে না থাকে। এমন করে আত্মাকে বিনষ্ট করে ফেললে তোমার মনুষ্যত্বের প্রতি খুবই অবিচার করা হবে।

সারাংশ: এ জগতে নিজেকে নিয়ে সবাই ডুবে থাকে, আত্মত্যাগী যে ব্যক্তিগণ ও প্রতিবেশীরা আছে তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। এটা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের পরিপন্থি। প্রতিবেশীর প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

৫২

যতটুকু আবশ্যক কেবল তাহার মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাই বলিয়া সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক; নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে, অর্থাৎ কেবল যতটুক শিক্ষা অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহার মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। *[যৌবনের গান]*

সারাংশ: মন ও মননের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে কেবল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আবশ্যিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানের অসীম ক্ষেত্রে বিচরণের মাধ্যমেই জীবনের পূর্ণতা আসে।

৫৩

তুমি জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিতে চাও? ভালো কথা কিন্তু সে জন্য তোমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। মহৎ কিছু লাভ করিতে হইলে কঠোর সাধনার দরকার। তোমাকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অনেক বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। এইসব তুচ্ছ করিয়া যদি তুমি লক্ষ্যের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পার তবে তোমার জীবন সুন্দর হইবে। আরও আছে, তোমার ভিতরে এক 'আমি' আছে। সে বড় দুরন্ত। তাহার স্বভাব পশুর মতো বর্বর ও উচ্ছৃঙ্খল। সে কেবল ভোগ বিলাস চায়, সে বড় লোভী। এই 'আমি' জয় করিতে হইবে। তবেই তোমার জীবন সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

[কু. বো. '০৮; সি. বো. '১১]

সারাংশ: কঠোর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনা দ্বারা সকল বিপত্তি উপেক্ষা করে জীবনের পথে এগোতে হবে। লোভ ও পশুত্বকে পরাজিত করে জীবনকে সফল সার্থক করা সম্ভব।

৫৪

নীরব ভাষার বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম। পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। *[য. বো. '০১; সি. বো. '০৩; ঢা. বো. '০৬]*

সারাংশ: প্রকৃতি ও মানুষের একটি অভিন্ন ধর্ম আছে, তার নাম বৃদ্ধি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কেবল একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজস্ব হাত আছে, পক্ষান্তরে প্রকৃতির বৃদ্ধির ওপরে তাদের কোনো হাত নেই। মানুষের বৃদ্ধির ক্ষেত্র দুটি– দৈহিক ও আত্মিক। দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সৃষ্টিতে সে নিজেই তৎপর হবে; এই তৎপরতার জন্যই মানুষের মর্যাদা।

৫৫

পাপীকে সাধু করা সহজ কথা নয়। ইহাতে অনেক যত্ন, অনেক সতর্কতা ও মানব প্রকৃতির অনেক জ্ঞান থাকা চাই। এমনকি, কিছু কালের নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। এ সংসারে প্রেমই হৃদয়-রাজ্যের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কী শিশু, কী প্রবীণ, কী বৃদ্ধ,

কী ধনী, কী নির্ধন, কী পাপী, কী সাধু সকলেই এক বাক্যে ভালোবাসার দাস। অন্যের অন্তঃকরণে প্রভুত্ব করিতে হইলে প্রথমত ভালোবাসার দ্বারাই তাহার পথ প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ পরোক্ষ শিক্ষাদানেরও উদ্দেশ্য ভালোবাসার দ্বারা কার্যকরী হয়। বস্তুত সহৃদয়তা ছাড়া যে পরের উপকার করা যায় না এবং সর্বসময় স্নেহের অভাবে যে সর্বপ্রকার সদ্গুণও থাকা না থাকা সমান তাহাতে আর সন্দেহ কী।

সারাংশ: শিক্ষার সঙ্গে ভালোবাসার মিশেল থাকলে তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। পাপীকে সাধু করতে হলে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। ভালোবাসার দ্বারাই অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব।

৫৬

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ, কাল বলে কিছুই নেই। মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়বিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুরু করো দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে। *[কু. বো. '০৫; রা. বো. '০৯]*

সারাংশ: বর্তমানই জীবন ও সব শক্তির মূলাধার। অতীত ও ভবিষ্যৎকে দূরে নিক্ষেপ করো। অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানের কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ বর্তমানের মধ্যে আছে মানুষের শক্তি। এটাকে বাদ দিয়ে যারা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসে তারা নানা দুশ্চিন্তায় ভোগে, শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, দুঃখের নিদান হয়ে দাঁড়ায়।

৫৭

যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তা ছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সারাংশ: বৃক্ষ ও নদীর মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানো আমাদের কাছে নিত্যদিনের বিষয় কিন্তু নদী সাগরগর্ভে গিয়ে বিলীন হলেও তা আমাদের নিত্যদিনের বিষয় নয়। বৃক্ষ হলো সেবা ও শান্তির প্রতীক।

৫৮

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষায় পাশটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাশ করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা পাশের মোহ তরুণ ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে উন্মুখ করতে হবে। সহজ লাভ আপাত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাশের মোহ থেকে মুক্ত না হলে তরুণসমাজের সামনে কখনোই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

সারাংশ: জ্ঞানার্জনের দ্বারা জাতি উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। পাশ করার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তারুণ সমাজ যদি প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুরাগী হয়ে লেখাপড়া করে তা হলেই কেবল একটি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে চিহ্নিত হতে পারবে।

৫৯

অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না। তাহা হইলে মঙ্গলসমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেইভাবে গ্রহণ করো। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই। যেইদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইদিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদব হইয়াছে। একই দিনে, একই ক্ষণে, একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি। এক–কে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এক-কে ছাড়িয়া অন্যের অর্থও নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণে, একই নির্ঝর ধারাতে উভয় স্রোতঃস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে, একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে।

সারাংশ: মঙ্গাল-অমঙ্গাল, সুখ-দুঃখ মানবজীবনে পরস্পরবিরোধী হলেও একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অমঙ্গালকে বাদ দিয়ে মঙ্গালের এবং দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখের অস্তিত্ব কল্পনা করা অর্থহীন। তাই এগুলোকে সহজ ও সমানভাবে মেনে নেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

৬০

বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দিকে একটু ভালো করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সেই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না– এইখানে সে স্বপ্নবিহারী। আরেক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

সারাংশ: বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের যে দুটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তার একদিকে আছে মর্ত্য-পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এক কল্পলোকের রূপ এবং অপরদিকে মাটির প্রতি অসীম মমতার রূপ। এখানে সে মাটির দুলাল।

৬১

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যেসব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মানুষ বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখিল, কে প্রথম ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা নূতন কোনো প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাতত মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুই দিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞান রাজ্যও সেইরূপ তিলতিল করিয়া বাড়িতেছে।

সারাংশ: নানাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের ছোটো ছোটো কর্মপ্রচেষ্টা। ছোটো ছোটো অবদানেই জ্ঞান-রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছে।

৬২

আত্মসংযম চরিত্র রক্ষার শাসনদন্ড। এই পৃথিবী মানবের পরীক্ষা ক্ষেত্র। ইহাতে রাশীকৃত পাপ প্রলোভন রহিয়াছে। যদি আত্মসংযমে মানবের ক্ষমতা না থাকিত, তবে সকলের পাপের বোঝা মাথায় থাকিত। তবে যাঁহারা মানবকুলের আদর্শ, যাঁহারা নরদেবতা, তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মানুষের আত্মসংযমের ক্ষমতা আছে বলিয়া মানুষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে প্রলোভন কাটাইয়া উঠিতে পারে। প্রথমে একান্ত চেষ্টা করিয়াই সংযম অভ্যাস করিতে হয়। অভ্যস্ত হইলে এই শক্তির বলে মানুষ সকল পাপের অতীত হয়। যে-কোনো অন্যায় ইচ্ছা দমন করাকেই সংযম বলে।

সারাংশ: চরিত্র গঠনে সংযমী হওয়া অত্যাবশ্যক। সংযম সাধনার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়। আর এ চেষ্টায় যাঁরা সাফল্য অর্জন করেন তাঁদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে। তাই আত্মসংযম সাধনা করা উচিত।

৬৩

শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া জীবন কখনো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। কারণ ঐ ছাড়া জীবনের ধারণা আর উপলব্ধি থেকে যায় অসম্পূর্ণ ও অলব্ধ। জীবন যে স্রেফ জৈবিক নয় এ বোধ একমাত্র শিল্প-সাহিত্যই সঞ্চারিত করে দেয় আমাদের মনে। কাজেই সমাজ-প্রগতি আর শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পরের সহযোগী ও একে অন্যের পরিপূরক। তবে এসবের যথাযথ ভূমিকা বোঝার জন্য এর প্রত্যেকটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন; তা না হলে এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যেমন বুঝতে পারা যাবে না, তেমনি পারা যাবে না সাহিত্যিক শিল্পীদের যথার্থ ভূমিকা কি তাও।

সারাংশ: শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চা জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গা। সামাজিক অগ্রগতির মূলে নিহিত আছে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা। সামাজিক প্রগতি লাভের প্রয়োজনে দেশের সাহিত্য সমঝদারদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে, নচেৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবোধগম্য থেকে যাবে ও শিল্পীদের ভূমিকাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

৬৪

আমরা সকলেই কমবেশি স্বার্থপর, আর স্বার্থচিন্তার প্রয়োজন আছে, এ কথা স্বীকার করে নিলেই মানবহিতের জন্য আমরা আর অযথা বড়াই করতুম না। কাজটা কোন না কোনভাবে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে এটা ভাবতে পারতুম বলে অহংকার আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না। আর অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে উঠত না বলে নির্যাতন স্পৃহারও জন্ম হত না। নির্যাতন স্পৃহারও গোড়ায় অবজ্ঞাত অহংবোধ, কথাটা মনে রাখা দরকার। আমি ওদের জন্য এত করলুম অথচ ওরা আমাকে মানতে চায় না। আচ্ছা দেখে নেব। অবজ্ঞাত অহংকারবোধই আমাদের মুখ দিয়ে এমনি বলিয়ে নেয়।

সারাংশ: স্বভাবতই মানুষ স্বার্থপর। তাই মানবকল্যাণের চিন্তা অর্থহীন। নিজের অহংকারবোধ অপরের ওপর পীড়নের কারণ। মানুষের উপকার করে তার প্রতিদান আশা করা এবং প্রতিদান লাভে ব্যর্থ হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়াই মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

৬৫

অমঙ্গালের অপলাপ করিও না; অমঙ্গাল তোমার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। মঙ্গাল ও অমঙ্গাল সমানভাবে তোমাকে জড়াইয়া থাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রতাবস্থা স্ফূর্তি পাইবে, ততদিন মঙ্গালের সঙ্গো অমঙ্গালও নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গালের তিরোধান হইবে তখন মঙ্গালেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার ব্যক্তিগত বিলোপ। যতদিন জাগিয়া আছ ততদিন তোমার ব্যাপ্তি; ততদিন মঙ্গাল তোমার ডান হাত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গাল তোমার বাম হাত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ই তোমাকে জীবনের পথে লইয়া যাইবে। একের বুঝি আকর্ষণ অপরের বুঝি বিকর্ষণ। উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পথ।

সারাংশ: মঙ্গাল ও অমঙ্গাল মানুষের সমগ্র জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অমঙ্গালের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, তার মোকবেলা করে মঙ্গালকে প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু সংগ্রামের নাম জীবন। একমাত্র মৃত্যুতেই তার অবসান।

৬৬

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষগুণ প্রচন্ডবেগে শুধু আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই ক্ষুদ্রতাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটা হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই। একবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলে আমাদের আত্মবিনাশ যে অনিবার্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

[দি. বো. '১৬; ব. বো. '১১, '০৯; কু. বো. '১৬;
রা. বো., চ. বো. '০৫; য. বো. '১৭, '০৬; রা. বো., ঢা. বো. '০৮]

সারাংশ: বর্তমান পৃথিবীর মানুষ বিত্ত ও বৈভবের ওপর প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ বিবেকহীন ও আত্মবিনাশী হয়ে উঠেছে। তাই জীবনবোধ দ্বারা মানুষকে হতে হবে আরও বেশি মানবিক।

৬৭

এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে যেখানে তুমি থামবে, সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গো সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিরাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এ রকম নিয়ম।

সারাংশ: জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম চলাই হচ্ছে মানবজীবনের ধর্ম। জগৎপ্রবাহের স্থবির জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। বস্তুত গতিময়তাই জীবনের ধর্ম। গতিহীন জীবন ধ্বংসেরই নামান্তর।

৬৮

আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়– নানারূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানব থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে, সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চলেছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানা আঙ্গিকে শিল্পকলা।

সারাংশ: নানা রকম শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মনের আনন্দ প্রকাশ পায়। মানুষ এসব শিল্পকলাকে আবার নানা মাত্রায় ও আঙ্গিকে সুবিন্যস্ত করেছে, যা সুপ্রাচীন কাল থেকে আজকের আধুনিক সমাজজীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। এভাবেই মানুষ তার অনুভূতিকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে।

৬৯

দেশ পশু-পক্ষী-কীট-পতেঙ্গোরও আছে। কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেই জন্যই স্বদেশে কেহ হানা দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। কেননা, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া– সেখানে যে তাহাদের বহু যুগের আহরিত মধু সঞ্চিত হইয়া আছে। যে সকল দেশের লোক তাহাদের নিজের শরীর মন বাক্যের সমগ্র চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া তুলিতেছে, দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য জ্ঞানের সমগ্র অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে এবং স্বদেশ জিনিসটা যে কী তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না। মৌমাছিকে আপন চাকের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়ো পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

সারাংশ: নিজ দেশের প্রতি যাদের ভালোবাসা প্রবল, যারা দেশের জন্য ত্যাগ ও সাধনা করে, দেশকে জীবন দিয়ে রক্ষা করে তারাই স্বদেশপ্রেমিক। দেশ গড়ে তোলাই যাদের ব্রত তারাই দেশকে স্বদেশ বলে গৌরব করতে পারে। স্বদেশের মর্যাদা তারাই বুঝতে সক্ষম।

৭০

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারীর আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ংকর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক Contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অনুপাপের কারণ বোঝে। *[বিলাসী]*

সারাংশ: সমসাময়িককালের অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবসমাজ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুপাপের কারণ খুঁজতে রাজি ছিল না। তারা মন্ত্রসিদ্ধ না হয়ে নারী-পুরুষের মেলামেশাকে অবৈধ বলে মনে করত। তারা পারস্পরিক ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় জয় করার মাহাত্ম্য বুঝতো না। তাইতো মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় জয় করে বিলাসী প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তার মূল্যায়ন সে সমাজে হয়নি।

৭১

কৃষক প্রতিদিন ভোরে মাঠে যায়, মুক্ত ও নির্জন পরিবেশের ভেতর মৃত্তিকা কর্ষণ করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে দেহ-মনকে কর্মতৎপর করে তোলে, পরিশ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরে বিশ্রাম করে। তারপর পরিপূর্ণ ক্ষুধা লয়ে সে পরম তৃপ্তির সাথে শাকান্ন ভোজন করে। চাষির জীবন কর্মবহুল; উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সে সুস্থ ও সবল দেহের অধিকারী হয়। তার অন্তরে কোনো সঙ্কীর্ণতা বা কুৎসিত চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না।

মাটির কঠিন বুকে আপনার পরিশ্রম দ্বারা যখন সে ফসল ফলায় তখন সে তৃপ্তি ও সার্থকতার আনন্দ লাভ করে। ভোগসর্বস্ব ও জড় জীবনে সে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ দুর্লভ ও অচিন্তনীয়। চাষির জীবনে সন্তোষ আছে, কর্মতৎপরতায় সকল আনন্দ আছে। তাই সে পৃথিবীতে সত্যিকারভাবে সুখী।

সারাংশ: কৃষকেরা প্রতিদিন কায়িক পরিশ্রম করে জীবনযাপন করে। তার জীবন কর্মচঞ্চল। পরিশ্রমের ফলে তার দেহ-মন সুস্থ থাকে। কৃষকেরা পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়ে যে আনন্দ পায় তা আর কেউ পায় না। তাই তারা যথার্থই সুখী।

৭২

মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না– দুর্বল, অসহায় পক্ষিশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে

সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না। দুর্বলের প্রতি সে স্থির লক্ষ্য, অসহায় সন্তানের প্রতি মমতার অন্ত নাই– অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে– ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হয়।

[সি. বো. '০৪; কু. বো. '০৬; ঢা. বো. '০৭]

সারাংশ: মাতৃস্নেহ অতুলনীয় কিন্তু এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয়ে সন্তান হয়ে পড়ে পরনির্ভরশীল ও অসহায়। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে এটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সন্তানের অমঙ্গলের কারণ হয়ে ওঠে এবং তার জীবনকে পঙ্গু করে দেয়।

৭৩

একটা বরফের পিন্ড ও ঝরনার মধ্যে তফাৎ কোনখানে? না, বরফপিন্ডের নিজের কোনো গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। তাকে ঠেলে দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে। সেইজন্যে গতি ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার ভেতরের প্রেরণা। সেইজন্যে এ গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি ও সৌন্দর্য। এ গতিপথে সে যত আঘাত খায় ততই তার বৈচিত্র্য বাড়ে। মানুষের মনেও যখন রসের আবির্ভাব না ঘটে, তখনই সে জড়পিন্ড। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। মন গতিহীন হলে বাইরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্রশাসন।

সারাংশ: গতির মাঝেই জীবনের বিকাশ ও সার্থকতা। জরাগ্রস্ত মনকে আঁকড়ে ধরে শত অনাচার ও কুসংস্কার। মনকে ঝরনার মতো গতিশীল করতে পারলে জীবনের বিচিত্র বিকাশে মানবজীবনে সার্থকতা আসতে পারে।

৭৪

আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা প্রান্তর বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে বা খ্রিষ্টানকে খ্রিষ্টান ছাড়িতে হইবে; এমন কোনো কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

[অধাঙ্গী]

সারাংশ: মানসিক উৎকর্ষতার জন্য নারীদের সমাজ ও ধর্মবন্ধন ছিন্ন করার প্রয়োজন নেই। উপযুক্ত শিক্ষালাভের মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও মনকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব।

৭৫

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্যের কারণ– মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড়ো বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জীবনে প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম। *[রা. বো. '০৪]*

সারাংশ: সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ এবং বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করে মানুষ জগতের বিকাশ ও কল্যাণ সাধন করে চলেছে। আর এ কল্যাণের মাধ্যমেই দেশ ও জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে চলে।

৭৬

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

[চ. বো. '০৪; ব. বো. '০৬; কু. বো. '১০]

NABARUN PUBLICATION

সারাংশ: বৃক্ষ যেমন অতিকষ্টে বেড়ে উঠে ফুলে-ফলে নিজেকে পরিপূর্ণ করে, তেমনই মানুষ নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে জীবনের সফলতা খুঁজে পায়। তাই মানবজীবনের সার্থকতার দৃষ্টান্ত গাছ থেকেও পাওয়া যায়।

৭৭

কীসে হয় মর্যাদা? দামি কাপড়ে, গাড়ি-ঘোড়ায়, না ঠাকুরদাদার কালের উপাধিতে? না, মর্যাদা এসব জিনিসে নেই। আমি দেখতে চাই তোমার ভেতর-বাহির, তোমার অন্তর। আমি দেখতে চাই, তুমি চরিত্রবান কি-না, তুমি কঠিন সত্যের উপাসক কি-না? তোমার মাথা দিয়ে কুসুমের গন্ধ বেরোয়, তোমায় দেখলে দাস-দাসী দৌড়ে আসে, প্রজারা তোমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়, তুমি মানুষের ঘাড়ে চড়ে হাওয়া খাও, মানুষকে দিয়ে জুতা খোলাও, তুমি দিনের আলোতে মানুষের টাকা আত্মসাৎ করো, বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি তোমায় আদর করেন। আমি তোমায় অবজ্ঞায় বলবো, যাও।

সারাংশ: মানুষের মর্যাদা তার বংশগত আভিজাত্য বা বাহিরের চাকচিক্যের ওপর নির্ভর করে না। পরিচ্ছন্ন অন্তর এবং মহৎ মানবিক গুণাবলির মাঝে তার প্রকৃত মর্যাদা নিহিত। অর্থ-বিত্ত-জৌলুসের জন্য নয়, চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্যই মানুষ মানুষকে সম্মান করে।

৭৮

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে। ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ: অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এই যে, সে মনুষ্যত্ববোধে উদ্‌বুদ্ধ। মানুষের অর্জিত শিক্ষার মধ্যদিয়ে তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জেগে ওঠে। মনুষ্যত্ববোধ তাকে সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়। প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে।

৭৯

অভ্যাস ভয়ানক জিনিস। একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক করো, সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছ মাস ধরে এমনি করে নিজে সত্য কথা বলতে অভ্যাস করো। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দুদিন মিথ্যা বলবে না। এক বছর পরে দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করলেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনো ইচ্ছা করো না– তাহলে সব পন্ড হবে।

[ব. বো. '০২; দি. বো. '১০]

সারাংশ: মানুষের স্বভাব থেকে হঠাৎ অভ্যাসকে বাদ দেওয়া কঠিন। সত্যবাদী হতে চাইলে সত্য কথা বলার অভ্যাস করতে হয়, যাতে মিথ্যা বলার প্রবণতা দূর হয়। পাপ ও অসৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যও চাই সাধনা।

৮০

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। সে ভাষায় এ দেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেক দিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

সারাংশ: ভাষার প্রধান গুণ বদলে যাওয়া। সময়ের সঙ্গে মানুষের মুখে মুখে বদল ঘটে ভাষার ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পার্থক্য তৈরি হয়। আর এভাবেই হাজার বছরের পথ-পরিক্রমায় বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

৮১

মুখে অনেকেই টাকা তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমন ভয়ানক স্থান যে, টাকা না হলে তার স্থান কোথাও নাই, সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকটে নাই, স্ত্রীর নিকটে নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালোবাসে এমন বলতো জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নাই। কাহারও নিকটে সম্মান নাই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তে টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ: মানবজীবন অর্থ ছাড়া অচল। শুধু জীবনই নয়, টাকা না হলে সামাজিক সম্মান, অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনের সেহ, এমনকি প্রিয়জনের প্রীতি পর্যন্ত লাভ করা যায় না। সারাজীবনে এমনকি মরণেও টাকার প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

৮২

যথাসময়ে বেআইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করার জন্য পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুল্লুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে কথা বিশ্বাস হয় না। দুদিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে।

[একটি তুলসী গাছের কাহিনি]

সারাংশ: বেআইনি দখলের তদারকিতে পুলিশ এসেছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ দেশে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হলেও এখনো কোথাও মগের মুল্লুক পড়েনি। পুলিশ দেখে তাদের বিশ্বাস হয় না যে, পলাতক গৃহকর্তা আবেদন করেছে কারণ এ মুহূর্তে তার আরও জটিল সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা।

৮৩

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না, সে ভালো কাজের দাম কী? একটা ভালো কিছু লিখলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই– ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে? জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো মন্দ লোক তাহার মধ্যে ঘোর মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল। মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্‌গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়াও তার একটা মস্ত কাজ।

সারাংশ: নিন্দা আছে বলেই জীবন গৌরবের। ব্যক্তি ধর্মচর্চায় নিয়োজিত হলে নিন্দুকেরা তার মধ্যে মন্দ অভিপ্রায় সন্ধান করে মহৎ ব্যক্তিরাই সংসারে নিন্দার কণ্টকরূপ বাধা পার হয়ে মহত্ত্বের অধিকারী হন। আসলে নিন্দা মানুষের ত্রুটি সংশোধনের উপায় এবং মহত্ত্ব বিকাশের পাথেয়স্বরূপ।

৮৪

যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্ত্বর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলি পড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা ঢাকা পরিয়া যাইবে।

সারাংশ: যিনি কর্ণধার, তাকে নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য কাজ করতে হবে। মানবকল্যাণের জন্য তাকে হতে হবে সদা উৎসর্গিত। আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলে তাকে সর্বদা মানুষের কল্যাণ কামনা করতে হবে।

৮৫

রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্য জগতে প্রবেশ করি, তাহলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজ-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনো রূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্নশ্রেণিতে পড়ে যেতে হবে। *[সাহিত্যে খেলা]*

সারাংশ: মৌলিক অধিকারের কথা ভেবে কোনো প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তা ব্যর্থতায় রূপ নেবে। সে ক্ষেত্রে পাঠক হবে আনন্দবঞ্চিত। তাই উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য।

৮৬

মানুষের একটা বড় পরিচয় সে ভাবতে পারে। করতে পারে যেকোনো বিষয়ে চিন্তা। সে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখিকে পশুপাখি হতে ভাবতে হয় না– পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই– যেটুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ– বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশি চিন্তাশীল সভ্যতার পথে তারাই তত বেশি অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতার পেছনের সারিতেই তাদের স্থান। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ সবের বেলায় এ সত্যের তারতম্য নেই। মোটকথা সভ্যতার প্রথম সোপানই হলো চিন্তা-চিন্তার অভ্যাস তথা বুদ্ধির চর্চা।

[চ. বো. '০১; ব. বো. '০৭]

সারাংশ: মানব সভ্যতার বিকাশে চিন্তা-শক্তি এক অনবদ্য নিয়ামক। চিন্তা-শক্তি যেমন অন্য প্রাণী থেকে মানবকে ভিন্ন করেছে, তেমনই চিন্তা-চেতনা আর বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ নব নব সভ্যতা গড়েছে।

৮৭

শারীরিক সুস্তার নামই স্বাস্থ্য। শারীরিক জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যই প্রকৃত সুখের মূল। শরীরের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ। স্বাস্থ্য ভালো না থাকিলে মনেও কিছুতেই স্ফূর্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং, কাজকর্মে মন বসে না, আমোদ-প্রমোদে আনন্দ পাওয়া যায় না, এমনকি সুস্বাধু খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেও মন চায় না। স্বাস্থ্যবান লোক জীবনে সকল প্রকার আনন্দ ও সুখ উপভোগ করিতে পারে। সুস্থ ব্যক্তি পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ করে না, যেখানে সেখানে শয়ন করিলেও তাহার বেশ সুনিদ্রা হয়। সুস্থকায় ব্যক্তি যেকোনো কার্যে আত্মনিয়োগ করুক না কেন, তাহাতেই সফলকাম হইতে পারে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

সারাংশ: শারীরিক সুস্থতার অপর নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই প্রকৃত সুখের মূল। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সর্বপ্রকার আনন্দ এবং সুখ উপভোগ করে থাকে। যে-কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করে সফলকাম হয়ে থাকে। অতএব, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দ্বারা সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হয়।

৮৮

যিনি গড়িতে জানেন, তিনি শিবও গড়তে জানেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে, তাদের হাতে এক করতে আর এক হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা খুশি তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়।

[সাহিত্যে খেলা]

সারাংশ: সাধারণ শিল্পীর নির্মাণে ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু বড়ো শিল্পীদের গড়ন হয়ে থাকে যথার্থ। আর অধিকারের দিক থেকে বড়ো শিল্পীদের স্বাধীনতা নিয়ে বিচরণের আপত্তি না থাকলেও সাধারণ শিল্পীদের ক্ষেত্রে তা নিন্দার কাজ।

৮৯

শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম-কর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে। কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত।

[সাহিত্যে খেলা]

সারাংশ: শিক্ষা ও সাহিত্যের লক্ষ্য এক নয়। প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয়ে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু সাহিত্য মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে না, মনের আনন্দে পড়ে।

৯০

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সৈনিক জীবনে। সৈনিক যে পথ দিয়া হাঁটেন, সে পথের ধুলাগুলোও পবিত্র। সৈনিক সামান্য নহেন, পাপকে দলন করবার জন্য যে মানুষ অসি গ্রহণ করেন তিনি অসামান্য। জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া যিনি কামানগোলার সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়ান তিনি কত বড় তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দান করবার সাহস যার আছে, তিনি কি শ্রেষ্ঠ

মানুষ নন? খোদার সহিত প্রেম করবার অধিকার সৈনিক ছাড়া আর কাহার আছে? যে মানুষ জীবনের মায়ায় অসত্যকে নমস্কার করে, সে মানুষ নয়।

সারাংশ: সৈনিক এক মহান ব্রতে ব্রতী। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এটি জেনেও তিনি সত্য ও ন্যায়ের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য প্রয়াসে জীবন তুচ্ছ করে কামানের মুখে বুক পেতে দেন, তিনি বীর এবং আত্মত্যাগী। পক্ষান্তরে প্রাণের মায়ায় যে ব্যক্তি অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায় সে অমানুষ।

৯১

সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিক্ষার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিক্ষার আলো পেয়ে আমাদের ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড়ো হতে চাই, বড়ো হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিক্ষার ফলে আমাদের ভেতরে যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ: সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, শিক্ষাও তেমনি অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে। আমাদের মনের ভেতরে যে শক্তি রয়েছে শিক্ষার মাধ্যমেই তার বিকাশ ঘটে। সুশিক্ষার মাধ্যমেই আমরা নিজেদের যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

৯২

শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহংকার করিতে যে লজ্জাবোধ করে না, যে মানুষকে নিম্নাসনে বসাইয়া রাখিতে আনন্দবোধ করে, দরিদ্র ও ছোটকে ছোট করিয়া রাখিতে কষ্ট অনুভব করে না, যে মানুষের শক্তি স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যস্ত, যে মানুষের হাত দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলাইয়া লয়, তোমরা তাহাদিগকে সালাম করিও না। সে সারারাত্রি এবাদত করুক, মানুষ তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখুক, সে প্রথম শ্রেণির গাড়ি চড়ুক, সে রাজদরবারের সদস্য হউক, তোমরা তাহাকে আত্মীয় করিও না। তোমরা কি জান এ যুগের রাজা কাহারা? নরনারী মুক্তির আশায় করুণ নেত্রে তোমাদের দিকেই চাহিয়া আছে। পিষ্ট, কোটি মানবাত্মা তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। সে দুর্বৃত্তের দল সত্যকে চূর্ণ করিয়া আল্লাহ্‌র বাণীকে অবমাননা করিতেছে তাহাদিগকে দেখিয়া আর তোমরা শ্রদ্ধার আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইও না। মহানবীর জীবন ও চিন্তাকে যে অনুসরণ করে না, যে শুধু দরুদ (শান্তিবাদ) পাঠ করিয়াই প্রেমিক হইবার দাবি রাখে, সে মহানবীর কেহই নয়। ভন্ড বলিয়া তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিলে আমার মনে দুঃখ হইবে না। *[সকল বোর্ড '১৮]*

সারাংশ: একজন খারাপ মানুষ যিনি অহংকারী ও অত্যাচারী তিনি কখনই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না। তার ভোগ-বিলাস ও মর্যাদা যতই উচ্চ-স্তরের হোক সে আত্মীয় হওয়ার অযোগ্য। তেমনি মানুষকে দেখানো ধার্মিক কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না।

৯৩

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার, দালানকোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখক আর সাহিত্যিকদের। *[য. বো. '০৩]*

সারাংশ: বাইরের সমৃদ্ধিতে জাতি বড়ো হয় না; বড়ো হয় জীবনাশ্রয়ী নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে। জাতির মূল্যবোধের বাহন হলো মাতৃভাষা। লেখক ও সাহিত্যিকরা সেই মূল্যবোধকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন মাতৃভাষার মাধ্যমে।

৯৪

বিশ্বজগৎ মঙ্গালে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গাল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গাত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। আমরা মঙ্গাল বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গাল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আধার ছাড়িয়া আলো নাই, সাদা ছাড়িয়া কালো নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গো সঙ্গো আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্বাসিত করিতে যাই সুখও সঙ্গো সঙ্গো নির্বাসিত হইয়া যাইবে। আধার ও আধার ও আধার– নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আধার কেমন তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আর নিরপেক্ষ আলোক–

নিরবচ্ছিন্ন আলোক কেমন, তাহাও আমাদের পরিকল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আধার দেখিতে পাই; আধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর; মঙ্গলকে ধরিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

সারাংশ: বিশ্বজগতে মঙ্গলকে উপলব্ধি করতে হলে পাশাপাশি অমঙ্গলের কথা স্বীকার করতে হবে। কারণ মঙ্গল-অমঙ্গল একত্র বিরাজমান। অমঙ্গল থাকলে মঙ্গল চেনা যায়। তাই শুধু মঙ্গল বা শুধু অমঙ্গল চিন্তা করা ঠিক নয়।

৯৫

সময় ও স্রোত কারও অপেক্ষায় বসে থাকে না। চিরকাল চলতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, একে ভয় দেখাও, ভ্রুক্ষেপও করবে না, সময় চলে যাবে আর ফিরবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হয়ে আর ফিরে আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না কেন, গত সময় কখনও ফিরে আসবে না। *[ব. বো. '০৮]*

সারাংশ: সময় গতিময়। হারানো স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ ফিরে পাওয়া যায়; কিন্তু সময়কে নয়। তাই অতীতে চলে যাওয়া সময়ের জন্য হাহাকার নিষ্ফল।

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION